দৈনিক বাংলা 73 ৬।২।৮২

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

আজকাল অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে জীববিজ্ঞান একটি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে পড়ে থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের মনের একান্ত বাসনা থাকে যে পরবর্তীতে তারা ডাক্তার বা কৃষি বিজ্ঞানী হবে। আমাদের দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলি ও ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর আসন রয়েছে তা আমাদের অনেকেরই অজানা নয়। দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বৎসর গড়ে পনেরো হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে যারা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, (তা আর্থিক কারণেই বা শিক্ষাঙ্গনে সীমিত আসন সংখ্যার ফলেই হোক) তাদের ভবিষ্যৎ কি হচ্ছে বা হবে সেকথা ভেবে দেখার সময় সম্ভবত কারো নেই। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত দীর্ঘ বারোটি বছর বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করে পরবর্তীতে অনন্যোপায় হয়ে মানবিক বা বাণিজ্যক বিভাগে সম্মান কোর্সেও অনেকেই লেখাপড়া করে থাকে। এতে করে অনেকের নতুন বিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ করতেও এক-দু বছর নষ্ট হয়ে যায়। কারো বা এমন কি শিক্ষা জীবনও স্থগিত হয় এখানেই।

এ অবস্থায় ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন অবিলম্বে এ কলেজে প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যায় সম্মান কোর্স চালু করা হোক এবং সেই সঙ্গে একে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করে জাতীয় জীবনে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করা হোক।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
খোন্দকার, স্টেশন রোড, কুমিল্লা।